দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...

42

ঢাকা ভার্সিটিতে ৭২ ছাত্র বহিষ্কৃত ॥ ২০ তদন্ত কমিটি ॥ সবই প্রহসন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গত দেড় বৎসরের বহিষ্কার প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ৭২ জন ছাত্রকে বহিষ্কার এবং ২০টি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির মাত্র ৩টির রিপোর্টে ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়। বাকীগুলি তদন্তের নামে কালক্ষেপণ, প্রশাসনিক টালবাহানা আর অদৃশ্য ইশারায় দৃশ্যতঃ হারাইয়া গিয়াছে। বহিষ্কৃতরা সকলেই সাময়িক বহিষ্কারের (১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে

(৩য় পৃঃ পর)

দৌলতে নির্বিঘ্নে এ্যাকাডেমিক কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছে। বহিষ্কৃতদের অনেকের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এখনও উদ্ধার করিতে পারেন নাই। কোন রকমের তদন্ত ছাড়া স্রেফ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বহিষ্কারের এ সকল সিদ্ধান্তে বেশ কয়েকজন সাধারণ ছাত্র হয়রানির শিকার হইতেছে। কর্তৃপক্ষ এ সময় একজন ছাত্রকে একাধিকবার বহিষ্কার করিয়াও নজির স্থাপন করিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের একটি কোর্সে কম নম্বরপ্রাপ্তির প্রেক্ষিতে উক্ত বিভাগের দুই গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ব্যানার ছেঁড়া, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ সেদিনই ৭ জন ছাত্রকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৭ জনের একটি তালিকা ঃ (১) আপেল, ২য় বর্ষ পুরাতন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, (২) আমিন, ২য় বর্ষ পুরাতন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, (৩) তিতু, ২য় বর্ষ, পুরাতন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, (৪) রিয়াদ, ৩য় বর্ষ নূতন, দর্শন বিভাগ, (৫) আশরাফ বাবু, ৩য় বর্ষ সমাজবিজ্ঞান, (৬) রুবেল, জহুরুল হক হল এবং (৭) তানি জহুরুল হক হলের ঠিকানা উল্লেখ করেন। বহিষ্কৃতদের একজনেরও সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা কর্তৃপক্ষ দিতে ব্যর্থ হয়। শেষোক্ত দুইজনের নামে জহুরুল হক হলে কোন ছাত্র নাই বলিয়া হলসূত্রে জানা যায়।

ইহাছাড়াও বৃহস্পতিবার রাতে এস,এম হলের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের গুলী বিনিময়ে বাগেরহাট গ্রুপের নেতা এবং ঐ হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল বাসার ডলার এবং মাদারীপুর- শরীয়তপুর গ্রুপের কর্মী খায়রুল বাশার আহত হয়। রাতে খায়রুল বাশারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ বাগেরহাট গ্রুপের ৬ নেতাকর্মীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ডলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। সে প্রাক্তন ছাত্র। তাহার উপর বহিষ্কারাদেশ কার্যকরী হইবে না। বহিষ্কৃতদের অন্যতম মনিরুল ইসলাম মনি ঘটনার ৩ দিন আগে নিজ বাড়ী গাজীপুর গিয়াছে। এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে আসে নাই বলিয়া একাধিক সূত্র হইতে জানা যায়। কর্তৃপক্ষ তাহাকেও বহিষ্কার করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী বলেন, এই ঘটনায় অপর পক্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২ বার বহিষ্কারের তালিকায় রহিয়াছে মহসীন হলের শফিকুর রহমান, ইশতিয়াক আহমেদ শিমুল, আক্তারুজ্জামান পনির, ছাত্রদলের এফ রহমান হলের টিটো, সূর্যসেন হলের পলাশ এবং জসীম উদ্দীন হলের শিপন। মহসীন হলের ছাত্রলীগ নেতা শফিক গত ২৬শে জুন শিক্ষা ভবনে গোলাগুলীর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার হইয়াছিল এবং ৫ মাস কারাগারে কাটানোর পর মুক্তির পরদিনই কর্তপক্ষ পুনরায় তাহাকে বহিষ্কার করেন। ইশতিয়াক আহমেদ শিমুল শিক্ষা ভবনের ঘটনায় বহিষ্কার এবং মহসীন হলে নিহত ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগ ক্যাডার সুজনকে হলে আশ্রয় দেওয়ার কারণে গত বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ তাহাকে বহিষ্কার করে। গত ২রা জুলাই ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে টিটো, পলাশ এবং শিপনসহ ৯ জনকে কর্তপক্ষ বহিষ্কার করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে অর্থাৎ ২০শে জুন ছাত্রদল নেতা লেনিনকে কোপানোর অভিযোগেও কর্তৃপক্ষ এই ৩ জনকেসহ ১১ জন ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা-কর্মীর সহিত আলাপ করিয়া জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এখন পর্যন্ত তাহারা কোন শোকজ নোটিস পায় নাই। এ ব্যাপারে প্রক্টর এ,কে,এম নূর-উন-নবী বলেন, প্রত্যেকের নিকটই বহিষ্কার এবং শোকজ নোটিস যাইবে।

গত বছরের ৬ই মে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের দখল-পাল্টা দখলের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ (বাংলা) এবং মাইনুদ্দীন বাবুকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেও শামীম আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার হইয়াছিল। বহিষ্কারের সময় শামীম আহমেদের নাম বাংলা বিভাগের উপস্থিতি খাতায় ছিল না বলিয়া বিভাগ সূত্র হইতে জানা যায়। তাঁহার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন চিঠিও আসে নাই বলিয়া একই সূত্র নিশ্চিত করিয়াছে। একই বছরের ১৪ই জুলাই এফ রহমান হলে গুলী বর্ষণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ এষাণ (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) এবং মুরাদকে (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) দুই বছরের জন্য স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেন। ১ রাউন্ড গুলীর জন্য ২ জন বহিষ্কার হয়। কে গুলী ছুঁড়ে কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নহেন।

বহিষ্কারের পালা শুরু হয় মূলতঃ গত বছরের ১৪ই এপ্রিল। সেলিম মুন্সিকে সূর্যসেন হলে কোপানোর অভিযোগে কর্তৃপক্ষ ৭ জনকে বহিষ্কার করেন।